প্রয়োজনীয় কিছু কথোপকথন

গৌর বৈরাগী

হাতের ধাক্কায় ঘুম ভাঙল তারাপদর। নীল মশারির বাইরে টিউবের সাদা আলোয় মিনতিকে দেখলেন। দেওয়ালে ইলেকট্রনিক ঘড়ির ব্রাশের পেণ্ডুলাম দুলছে। ঘড়িতে বারোটা পঁয়ত্রিশ। কোনো কোনো রাতের দু-একটা জরি ফোন আসে। তখন মিনতিই তাকে ডেকে দেয়। রাত ন-টা থেকে সাড়ে ন-টার মধ্যে তারাপদ বিছানায় যান। তার আগে রাতের খাবারের সঙ্গে পরিমিত পানীয় তাঁর বরাদ্দ। আজও সাড়ে ন-টায় শুয়েছেন। শোবার পর ঘুম। এই বিলাসিতাটুকু তাঁর নিজস্ব। ভালোমন্দ কিছু খাওয়া - দাওয়া সামান্য পানীয় আর একটি নিটোল ঘুম।

কী হল, ওঠো! মিনতি তাড়া দিল, শ্যামলদা ধরে আছেন।

কোন শ্যামল, ধরতে পারলেন না। ফিনান্সের শ্যামল নাগ কি? ওর কাছেই তথ্য দফতরের নোটটা যাবে। আগেভাগেই বলেরেখেছেন তিনি। সেই ব্যাপারেই কি কোনো কথা বলবেন শ্যামল নাগ?

মশারি তুলে বাইরে বেরোলেন তারাপদ। নভেম্বর চলছে। বাতাসে মৃদু শীত। এসময় গায়ে পাতলা গেঞ্জি থাকে একটা। শরীরটা ক্রমশ ভারী হয়ে যাচ্ছে। হালকা হবার কোনো মেডইজি কি বাজারে পাওয়া যাচ্ছে? পায়ে হাওয়াই চটি গলিয়ে হেলান দিলেন তারাপদ। পাশেই ফোনস্ট্যান্ডে রিসিভার নামিয়ে রাখা।

হ্যালো। আস্তে উচ্চারণ করলেন উনি।

তারাপদ, আমি শ্যামল বলছি।

প্রথমে শ্যামল নামটিকে চিনতে পারেননি। কিন্তু সে মাত্র কয়েক মুহূর্ত। তারপরেই চিনলেন। ওই কণ্ঠস্বর তাঁর বহু চেনা। শ্যামলের কণ্ঠস্বরের একটা নিজস্ব মডুলেশন আছে। কিন্তু মাত্র মুহূর্ত হলেও সেই দ্বিধাটুকু ওপ্রান্তে ঠিক ঠিক পৌঁছেছে। বিস্তারিত হবার আগেই ও প্রান্ত থেকে ভেসে এল, আমি শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় বলছি।

হ্যাঁ হ্যাঁ চিনেছি। কিন্তু এত রাতে, কী ব্যাপার শ্যামল?

একটা জরি কথা আছে।

বোধহয় ফোনটা হাতবদল করছেন শ্যামল। সামান্য বিরতি। কী এমন জরি কথা তার সঙ্গে। শ্যামল বরাবরই খেয়ালি টাইপের। তারাপদর সঙ্গে যদিও সম্পর্ক তেমন নিবিড় নয়। না হলে ওর তেমন তেমন কোনো বন্ধু বা কোনো অনুজ লেখকের কাছে রাত একটা দুটোয় ফোনে উপস্থিত হওয়া কোনো ব্যাপার নয়। আবার কখনো ফোনের বদলে রাত দশটা থেকে বারোটা রেঞ্জের মধ্যে সশরীরে দরজায় করাঘাত -- আজ আমি তোর সঙ্গে এক বিছানায় শোবো, তুই রাগ করবি না তো!

তারাপদ কিছু দূরের। তাঁর সঙ্গে ফোনে অবশ্য তেমন ব্যবহার আশা করেন না। তাহলে কী জন্যে এই রাতে ফোন! কী দরকার!

তুমি শুনছ তারাপদ?

হ্যাঁ হ্যাঁ শুনছি। ঘুমের ক্লান্তিটুকু গলা থেকে ঝেড়ে ফেলেন তারাপদ। পাশের রাস্তা দিয়ে এখনও এক আধটা গাড়ি যাচ্ছে। হেড লাইটের তীব্র আলো সার্শি পাল্লা ছুয়ে যাচ্ছে। শব্দ মিলিয়ে যাচ্ছে দূরে।

হ্যাঁ শুনছি। বলো তোমার কথা।
আমার মণি পিসিমা, এখন সত্তর - টত্তর হবে। কথার শেষে শ্যামলের গলা থেকে ওঠা হিক্কার শব্দটা পরিষ্কার শুনতে পেলেন তারাপদ। সামনে বোতল গ্লাস সব কি সাজানো? অথচ কণ্ঠস্বর জড়তাহীন।
পিসিমা গোবরডাঙার বিপ্লবী সুধীর হাজরা রোডে একা থাকেন। পিসেমশাই বছর ছয়েক হল ম্যাসিভ অ্যাটাকে পরলোক গমন করেছেন। তারাপদ শুনছ?
হ্যাঁ হ্যাঁ শুনছি। তারপর...?
তারাপদ যেন একটু দ্রুততাই আশা করলেন। তিনি জরি দরকারটায় দ্রুত যেতে চাইছেন। তাঁর প্রিয় ভালোলাগার একটি হল ঘুম। তারাতাড়ি দরকার সেরে আবার ঘুমে যেতে চান তিনি। তারাপদ বললেন, তারপর...?
পিসিমার নাম ললিতা। বয়েস সেভেনটি। পিসিমার বড়ো ছেলে বুড়োদা আমেরিকায়, মেজ পলু ক্যানাডায়। গোবরডাঙার বাড়িতে পিসিমা একা থাকেন। আমি একবার গেছি। একতলা বাড়ি। সামনে তরকারি বাগান। ফণি হাজরা বাগান দেখাশোনা করে। রাতের বেলা একা পিসিমা। অবশ্য ঠিক একা বলা যায় না। গোটা চারেক বেড়াল আছে। যদিক না মাদিটা এর মধ্যে আরও কটা বিইয়ে থাকে। বেড়াল ছাড়া দুটো কুকুরও আছে।
রিসিভার কানবদল করলেন তারাপদ। চোখ গেল ঘড়ির দিকে। পৌনে একটা। এসময় গাঢ় ঘুমে শরীর জড়িয়ে থাকার কথা। তার বদলে বেড়াল আর কুকুর পরিবৃত পিসিমা প্রসঙ্গ খুবই অপ্রাসঙ্গিক। অথচ কিছু করার নেই। কুবেরের বিষয় আশয় -এর লেখক এমনই। স্ত্রী সন্তান নিয়ে সুখী গৃহকোণ তার জন্যে নয়। প্রতি মুহূর্তে নিজেকে ভেঙেছেন ওই লেখক। স্বাচ্ছন্দ্য ছেড়ে একবার ইচ্ছে হল,চম্পাহাটিতে ধানজমি কিনে নিজে হাতে চাষ করবেন। এইরকম জীবনপাগল মানুষটিকে সামান্য দূরত্ব রেখেই দেখেছেন তারাপদ।ঘনিষ্ঠতা বলতে যা বোঝায় তাদের মধ্যে সেরকম কিছু নেই। হয়তো দুজনের প্রকৃতিই বিপরীত মের। তাই আজ হঠাৎ এই মধ্যরাতের ফোনের ভেতর পিসিমার প্রসঙ্গে খানিক বিহ্বল হলেও তারাপদ স্বাভাবিক ভাবে বললেন, তারপর...?
শ্যামল বলে যাচ্ছেন, কুকুর বেড়ালরা পিসিমাকে খুব ভালোবাসে কিন্তু পিসিমার লোয়ার অ্যাবডোমিনে ম্যালিগ্যান্ট, সেকেন্ডস্টেজ। ওরা কী করে হাসপাতালে শিফ্‌ট করবে পিসিমাকে?
তারাপদ বললেন, এই ব্যাপার! কথাটা হয়তো নিজেকেও জানালেন। এবার যেন কিছুটা আন্দাজ করা যাচ্ছে। সরকারি দফতরে উঁচু পদে থাকার কারণে এমন অনুরোধ মাঝে মাঝে আসে। হয়তো তেমনটাই স্বাভাবিক। এই যেমন শ্যামলের কথাটা শোনার সঙ্গে সঙ্গে হেল্‌থ সেক্রেটারির নাম্বারটা মনে পড়ল প্রথমে। তাঁর একটা ফোনেই পিসিমাকে হাসপাতালে ভর্তির সমস্যাটা মিটে যেতে পারে।
তারাপদ বললেন, ঠিক আছে শ্যামল, আমি কথা বলে সকালেই তোমাকে ফোন ব্যাক করছি।
আমার কথাটা তো এখনও শেষই হল না তারাপদ। বেশ ধীরে আর শান্ত কণ্ঠস্বর শ্যামলের। উচ্চারণ মোটেই অ্যালকোহলিক নয়। জরি দরকারটা শোনো। ফোনের ও প্রান্তে শ্যামল বলে উঠলেন। ব্রহ্মপুত্র খালের ধারে বাঁশের খুঁটি, মুলি বাঁশের বেনা, মাথায়টালি অজয় সাহার বাড়ি। রিসেন্টলি লেবার থেকে রাজমিস্ত্রি হয়েছে। একশো টাকা রোজ তার থেকে হেড মিস্ত্রি কুড়ি টাকা কমিশন খায়। অজয় সাহার তিন মেয়ে বউ আর বুড়ি মা। মনে রেখো রোজ আশি টাকা। তাও সারা মাস কাজ পায় না।
এবার অস্বস্তি হচ্ছে তারাপদর। নভেম্বরের বাতাসে কিছু শৈত্য। তবু ঘরের ভেতর গুমোট ভাব। মিনতি বিছানায় শুয়েছে। হয়তো আর একটু পরেই ঘুমের গাঢ় নিশ্বাস শোনা যাবে।
তারাপদ শুনছ?
হ্যাঁ শুনছি।
অজয় সাহার বড়ো মেয়ের নাম শ্যামলী। গলা খাঁকারি দিয়ে কণ্ঠস্বরের জড়তা পরিষ্কার করলেন শ্যামল। মেয়েটা মাধ্যমিকেফেল করেছে। তা -ও চার বছর হয়ে গেল। আর পরীক্ষা দেয়নি। বেশ কালো, রোগা, সামনের দাঁত উঁচু। অজয় সাহা ফি সপ্তায় অ্যাভারেজ দুটো করে সম্বন্ধ আনে। বাজারওলা, গুমটিওলা, ভ্যানওলা, দুজন রাজমিস্ত্রির লেবারও আছে।

শুনতে শুনতে তারাপদর মনে হল, ওই শ্যামলী মেয়েটা শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের ক্যারেক্টার। নাম বদলে, ঠিকানা বদলে শ্যামলেরই আগামী কোনা গল্পে দেখা দেবে। এই টিপিক্যাল চরিত্রগুলো শ্যামলের নিজস্ব। কিন্তু এসবে তারাপদর কী প্রয়োজন!

তাঁর ঘাম হচ্ছে। পাতলা গেঞ্জির ভেতর ঘাম জমছে। শ্যামলকে কোনো ভাবেই ফিট করা যাচ্ছে না। ওর কেস হেলথে রেফার করা যাবে কি! কিন্তু শ্যামলীর তো কোনো রোগ নেই। কুশ্রীতা কোনো রোগ নয়। হঠাৎ পদবিটার দিকে মন গেল তাঁর। কোনো কোনো 'সাহা'-রা এস সি। তা যদি হয়, তাহলে ... এস এন বিশ্বাসের কথাটা মনে পড়ল তারাপদর। তফসিলি জাতি উন্নয়ন পরিষদের ডেপুটি সমরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস। উনি নিজেও একজন কবি। সেই সূত্রে তারাপদর সঙ্গে বেশ ঘনিষ্ঠতা। তিনি বললে সমরেন্দ্র নিজেই উদ্যোগী হয়ে একটা বিশ ত্রিশ হাজারের এস এস আই স্কিম করে দেওয়া কী আর এমন। শ্যামলী ছোটোখাটো ব্যবসা করতে পারবে। স্বাধীনভাবে উপার্জন করবে। বিয়ে করতে হবে, কে মাথায় দিব্যি দিয়েছে!

তারাপদ বললেন, বুঝেছি। শ্যামল তুমি একটা হাতচিঠি দিয়ে শ্যামলীকে আমার কাছে পাঠিয়ে দিয়ো। তারপর...

আহা, আগে সবটা শোনো। যেন দূর থেকে হাত তুলে তারাপদর উদ্যোগে জল ঢাললেন শ্যামল। আমার কথাটা এখনও শেষ হয়নি।

কিন্তু কথাটা কী শ্যামল?

সেটা বলব বলেই তো এই রাতের ফোন করছি। কটা বাজল বলতে পারো?

রাত একটা বেজে গেছে।

আমার হাতে আজ ঘড়ি নেই। এই বুথেও কোনো ঘড়ি দেখতে পাচ্ছি না।

বুথ!

হ্যাঁ, খিদিরপুরের এই বুথটা থেকেই ফোন করছি তোমাকে।

খিদিরপুর কেন!

প্রথমে আমিও ঠিক বুঝতে পারিনি। শ্যামল যেন হাসলেন, ও প্রান্তে। গেছলাম মুর্শিদের বাড়ি। ওর বাড়িটা মেদিনিপুরে। ভালো গল্প লিখছে। হয়তো পড়ে থাকবে। ওখানে নেমতন্ন ছিল। বলেছিলুম খাওয়াবি তো মুর্শিদ। মাংসটা ভালো রেঁধেছিল মুর্শিদের বউ।ওখানেই লাট্টুর সঙ্গে দেখা।

কে লাট্টু!

ওই সফিকুল। রাত দশটা নাগাদ একটা ছেলে এল। হাড্ডিসার চেহারা। চোয়াড়ে মুখ। উস্কোখুস্কো চুল।। ডান হাতে ব্যান্ডেজ। এসে থপ করে মেঝেয় পড়ল। আমি অবাক তাকিয়ে আছি। হঠাৎ দেখি পেছনে আর একজন। তেলচিটে নোংরা শালোয়ার কামিজ,পায়ে হাওয়াই চটি, রোগা সাদাটে চাউনি। কোলে একটা বছর খানেকের বাচচা।

মুর্শিদকে বলল, দুলাভাই, ওর গায়ে তিন জ্বর। হাসপাতালে নিতে বলেছে ডাক্তার।

মুর্শিদ আমার দিকে তাকিয়েছিল। এ হল সফিফুল শ্যামলদা।

আমি ছেলেটার দিকে তাকিয়েছিলুম তারাপদ। জ্বরো শরীরে একটু একটু বোধহয় কাঁপছিল। একশো তিন মানে তো বাড়াবাড়ি রকমের। হাতে কী হয়েছে তোমার!

হয়েছে স্যার।

হয়তো সেপটিক হয়ে গেছে শ্যামলদা। তাই হাসপাতালে দিতে বলেছে ডাক্তার। কথা বলে মুর্শিদ উঠে গেল।

দেখলুম আমার সামনেই গল্পের নায়ক। বাঁ হাতের আঙুলে ঘা। ঘা দিয়ে পুঁজ রক্ত রস গড়িয়ে ব্যান্ডেজ ভিজিয়ে দিচ্ছে। চমৎকার একটা পচা গন্ধ পাচ্ছি। চব্বিশ বছরের একটা তাজা যৌবন থেকে উঠে আসছে ঘায়ের গন্ধ। এবার বায়োডাটা দরকার। ছেলেটারবদলে ওর বউকে বললাম, কী করে হল এমন!

বউটা কিছু বলার আগেই ডুকরে কেঁদে ফেলল। কোলের ছেলেটাও কাঁদল। মেটিয়াবুজের বস্তির বউ কাঁদছে। তারাপদ, তখন আমার সামনে আধগেলাস মদ, ডিসে চিকেন পকোড়া। গেলাসটা তুলে সবটা গলায় ঢালতেই বউটার কান্না গেল ভেতরে।

রাত বারোটায় মোমিনপুরের ডায়ামন্ডহারবার রোড ধূ ধূ ফাঁকা। বাসফাস নেই। মুর্শিদকে বললুম তুই যা, আমি এখান থেকেট্যাক্সি ধরে নোব।

মুর্শিদকে জোর করে পাঠিয়ে দিয়ে হাঁটতে শু করেছি। ট্যাক্সি নেই। শুধু হেঁটে যাচ্ছি। আমার ভেতরে তখন সফিকুল। মেটিয়াবুজে কোহিনুর টেলারিং শপে পঞ্চাশটা মেসিনে ডেলি শ'দুয়েক জামা তৈরি হয়। দুশো জামার পনেরো থেকে ষোলোশো বোতামঘর তৈরি করে। ঘরে বোতাম বসায় সফিকুলের সঙ্গে আরও চারজন। পার বোতাম ছত্রিশ পয়সা। তার মানে তিনটে বোতামে এক কাপচা হয় সফিকুলের। ছ'টা হলে চায়ের সঙ্গে বিস্কুট। পার ডে দুশোটা বোতাম বস্তিবাড়ির ভাড়া মিটিয়ে ছ-জনের ডালভাত গোস্ত। এই হায়ারকি নিড মেটাতেই সফিকুলকে দুশোটা বোতাম ঘর বসাতেই হয়। বাঁ হাতের তর্জনীতে পেতলের আঙুলস্থানা লাগানো থাকলে অপটিমাম প্রোডাকশনে পৌঁছোনো যায় না। ফলে হয় কী, টোপি না-লাগানো আঙুলে স পাতলা ছুঁচ বার বার ক্ষত করে দেয়। তা থেকে ওই ঘা। ওটা বোধহয় গ্যাংগ্রিনে টার্ন নেবে। তারাপদ শুনছ!

তারাপদ আস্তে করে, হ্যাঁ বলেন। শুধু শোনা নয়। এবার ভাবনাটা একটা কংক্রিট শেপএ আসছে। ইট্স এ সিম্পল কেস রিলেটেড টু হেল্থ ডিপার্টমেন্ট। হেল্থ সেক্রেটারি এ সরকারকে সকালেই ফোন করে দেওয়া যায়।

শ্যামল বললেন, হ্যালো!

তারাপদ বললেন, হ্যাঁ শুনছি।

তোমার কি ঘুম পাচ্ছে তারাপদ!

না ঘুম পায়নি, ভাবছি।

কী ভাবছ?

ওই ছেলেটার কথা। ওই সফিকুল আর কি। ও কি ভর্তি হতে পেরেছে! যদি না হয় তাহলে...

তারাপদ শোনো, আমার দরকারি কথাটা এখনও শেষ হয়নি কিন্তু।

তারাপদ বুঝতে পারলেন না। ঘরের বাতাস আরও গুমোট লাগল। বিন্দু বিন্দু ঘাম ফুটে উঠল কপালে গালে। আজ কি অতিরিক্ত খাওয়া হয়ে গেছে। কিন্তু অতিরিক্ত হলেও কোনোদিন মাতাল হতে দেখেনি শ্যামলকে। উলটো পালটা যা কিছু তার ভেতরেও মনস্ক এক সচেতনতা থাকে।

তারাপদ বললেন, হ্যালো।

হ্যাঁ বলছি।

শ্যামল, তুমি সত্যি করে বলো কোথা থেকে ফোন করছ!

কাশীপুর ছোটো মেয়ের বাড়ি থেকে। শ্যামল হেসে উঠলেন।

তাহলে খিদিরপুরের বুথ থেকে নয়।

না কেন? তখন আমি খিদিরপুর থেকেই ফোন করেছি। আর এখন কাশীপুর মেয়ের বাড়িতে। শ্যামল তার গল্পের মতোই যেন রহস্যময়। কথা বলছেন। আমার সামনে খোলা জানালার ওপারে পশ্চিম আকাশে বাঁকা চাঁদের আলো খুব ম্লান হয়ে গঙ্গার ওপর কিরণ দিচ্ছে। ওদিক থেকে ঠাণ্ডা হাওয়াও আসছে একটু একটু। আজ বিকেলে ইতিকে নিয়ে এখানে এসেছি। অনেকগুলো চিকেন পকোড়া খেয়েছি। সঙ্গে এক ডিস স্যালাড। এখন এখানেই কদিন থাকব। আজ সন্ধেবেলা রিপোর্ট নিয়ে এল।

কিসের রিপোর্ট!

উত্তরে অন্য প্রান্ত থেকে হাসি ভেসে এল। এই বিরতির মধ্যবর্তী অন্তরায় তারাপদ দ্বিতীয়বার বললেন, কার রিপোর্ট শ্যামল?

ধরো বিমল হাজরার রিপোর্ট।

বিমল হাজরা!

হাঁ আমাকে মেসোমশাই বলে ডাকে বিমল। আঠাশ তিরিশের যুবক। যৌবনের ওজন মেরেকেটে পঁয়তাল্লিশ কিলো। গ্রাজুয়েট। কাশীপুরে গঙ্গার ধারে পৈতৃক বাড়ি ওদের। নিট আর বিল গেটস্ থেকে জব লিঙ্কড্ এই কোর্সের পরই চাকরি

দেড় হাজার টাকার সকাল নটা থেকে রাত নটা। প্রথম মাসের মাইনে তিন তারিখে, দ্বিতীয় মাসে বারো তারখি, তৃতীয় মাসে গুপ্তা অন লাইন সার্ভিসের মালিক টাকা দিতে ভুলে গেলে চাকরিটা ছেড়ে দেড় বিমল। এই ছাড়ার খবরটা সবাই জানে। কিন্তু তিরিশ বছর ধরে একটু একটু করেজমানো টাকারা পি এফ অ্যাকাউন্ট থেকে বিল গেটস্ কিংবা ইনফোসিস চলে যাচ্ছে একথা শঙ্কর হাজরা ছাড়া আর কেউ জানতে পারছে না।

শ্যামল বোধহয় হাঁফাচ্ছিলেন। একসঙ্গে অনেকগুলো কথা ননস্টপ বলার পর হয়তো দমে ঘাটতি হয়েছে।শ্বাসের একটা চাপা কষ্ট শুনতে পেলেন তারাপদ। শ্যামল কি ভেতরে ভেতরে উত্তেজিত। দূর থেকে তা বোঝা যায় না। বিমল হাজরাকে চিনতে পারছেন কিন্তু তাকে নিয়ে কী করবেন তিনি।

ফোনের ভেতর আবার একটা দীর্ঘশ্বাস শুনলেন তারাপদ। শ্যামলের কি শরীর খারাপ! শ্যামল আজ তোমার শরীরটা কি ভালো নেই।

শ্যামল ও প্রান্তে হাসলেন। ঠিকই ধরছে তারাপদ। রিপোর্টটা শোনার পর থেকে, যদিও মেয়ে সবটা বলেনি আমায়।

চমকে উঠে তারাপদ বললেন, কিসের রিপোর্ট, কী আছে রিপোর্টে!

খারাপ খবরই আছে। শ্যামল হাসলেন। তবে ও নিয়ে ভাবছি না ভাবছি বিমল হাজরার কথা। যারা বিগত দশ বারো বছরে হাজার কোটি টাকা কোর্স ফি খাতে খরচা করে ফেলেছে। ইতিহাসটা তেমন করে লেখা হল না আমার।

ইতিহাসের কথায় শাহাজাদা দরাশুকো নামটা মনে এল। শ্যামলের অন্যতম সেরা উপন্যাস। ইতিহাসের নতুন করে উন্মোচন। বিস্মৃত অবহেলিত দারাকে প্রায় চারশো বছর বাদে আবার নতুন করে জন্ম দিলেন একজন লেখক।

তারাপদ নিমগ্ন গলায় বললেন, দূর থেকে তোমাকে একটা প্রণাম করছি শ্যামল।

কেন!

তুমি শাহাজাদা দারাশুকো-র লেখক।

তোমার ভালো লেগেছে তারাপদ।

শুধু ভালো নয়। অমন একটা লেখা লিখতে পারলে জীবন ধন্য হয়ে যেতে আমার।

শ্যামল হাসলেন। আমিও তাই ভেবেছিলুম। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে আরও কিছু ইতিহাস না লেখা রয়ে গেল।

শ্যামলের গলা কেমন যেন বিষণ্ণতায় আক্রান্ত হয়ে যেতে শুনলেন তারাপদ। ঘড়ির কাঁটা দেড়টা পেরিয়ে গেছে কখন। ঘুমও চলে গেল শরীর ছেড়ে। বাইরে মধ্যরাত ক্রমশ ঢলে পড়ছে পরবর্তী দিনের দিকে। আকাশের ফালি চাঁদ আরও ম্লান হয়ে পাড়ি দিচ্ছে পশ্চিমে। নীচের রাস্তা জনহীন। পুলিশের প্যাট্রল ভ্যানের শব্দও নেই। দূরে শুধু কটা কুকুর ডেকে উঠল। মিনতির নিশ্বাসের শব্দ শুনতে শুনতে হঠাৎ জলতেষ্টা পেল তাঁর। হাত বাড়িয়ে জলের বোতলটা তুলে নিয়ে গলায় ঢাললেন তিনি।

তারাপদ শুনছ। শ্যামল আবার কথা বললেন, এটা শোনো।

কা আ তবর পঞ্চ বি ডাল।

চঞ্চল চীএ পইঠো কাল ।।

তারাপদ আস্তে বললেন, মনে হচ্ছে চর্যাপদের লাইন।

আর একটা শোনা --

নগর বাহিরে ডোম্বী তোহেরি কুড়িয়া।

ছোই ছোই জাই সো বামভন নাড়িয়া।।

প্রথম পঙ্‌ক্তিতে দর্শনের কথা। দ্বিতীয়টাতেও দর্শন। তবে এ দর্শন সমাজদর্শন, সত্যদর্শন। ফড়েরা যে ইতিহাস লেখে তাতেসত্য থাকে এক আনা, পনেরো আনা ভেজাল। খাঁটি ইতিহাস লেখা থাকে একরোখা কবির কবিতায়, আর সক্ষম গল্পকারের গল্পে। 'নগর বাহিরিরে ডোম্বী তোহেরি কুড়িয়া ...' হাজার বছর আগের এক কবির প্রতিবাদী উচচারণ, 'ছোই ছোই জাহ সো বামভন নাড়িয়া ।' নিজের প্রাণ সংশয়ের সম্ভাবনা সত্ত্বেও ব্রাহ্মণ অর্থাৎ উচচশ্রেণির এই স্খলনের চিত্র কবি রেখে দিয়েছেন আমাদের জন্যে। এ হল নির্মম সত্যভাষণ।

তারাপদ! আবার দম নেন শ্যামল। বড়ো করেশ্বাস ফেলেন। ব্রাহ্মণ্যধর্মের এমন চত্রান্ত আর হীনতার কথা চর্যাপদে ধরা অ

াছে। সান্ধ্যভাষার রহস্যময়তার ভেতর ছড়িয়ে আছে অত্যাচারের গোপন ইতিহাস। লেখক কবি তাদের রচনায় এই ক াজটিই করে যান।

আশর্চ্য শ্যামলের এই নিমগ্ন কথাগুলির কারণ বুঝতে পারেন না তারাপদ। এক কঠিন নীরবতা যেন চারপাশ জুড়ে নেমে অ াসে। স্তব্ধতায় বাকব্ধ হয়ে যান তারাপদ। তার মাথার ভেতর সব জট পাকিয়ে নেমে আসে। তখন আস্তে বলে ওঠেন, শ্য ামল।

হ্যাঁ বলো তারাপদ।

শ্যামল তুমি আমাকে ফোন করেছিলে---

বাক্যটি অসমাপ্ত রেখে অপেক্ষা করেন তারাপদ। ও প্রান্ত থেকে আলগা হাসি ভেসে আসে। হাসি শেষ হলে কণ্ঠস্বর বেজে ওঠে রিসিভারে।

শুধু তোমাকে নয়, তোমার আগে ফোন করি স্বপ্নময়কে। আমাদের পরে একজন খুব সম্ভাবনাময় লেখক। তুমি চেনো নিশ্চ য়ই।

হ্যাঁ চিনি।

ওকেও বললুম, মণি মাসি, শ্যামলী, সফিকুলের কথা। ওর পর আর একজনকে ধরলুম, কে কিন্নর। একেবারে অন্যরকম লেখক। ওকেও বললুম।

ওদের কী বললে শ্যামল! উত্তেজনায় গলাটা কেঁপে গেল তারাপদর।

শ্যামল শান্ত গলায় বললেন, আমার রিপোর্টের কথা বললুম ওদের। ছোটো মেয়ে বাড়ি ফিরতেই দেখলুম মুখটা ভারী অ ার থমথমে। মুখে দুঃখ লেগে আছে। ও আমার রিপোর্ট আনল আজ।

কিসের রিপোর্ট?

ফাইনাল জাজমেন্ট দেবার আগে গলাটা বুঝি পরিষ্কার করে নিলেন শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়। তারপর আস্তে ধীরে বললেন, আমার মাথার ভেতর কর্কট রোগ বাসা বেঁধেছে তারাপদ। ম্যালিগন্যান্ট টিউমার।

বিদ্যুৎ চমকের মতো শিহরণ খেলে গেল শরীরে। এটা কি ঠাট্টা না সত্যি! থরথর শরীর কাঁপল। আমাদের সময়ে সবচেয়ে সেরা লেখক শ্যামল। দাণ উত্তেজনায় ফোনের এ প্রান্তে তারাপদ চিৎকার করে ডাকলেন, শ্যামল।

আশর্চ্য কোনো শব্দ নেই।

আবার ডাকলেন, শ্যামল আমি তারাপদ বলছি।

এবারেও বড়ো শান্ত চারপাশ। ফোনে ও প্রান্ত শব্দহীন। চারপাশ জুড়ে এক মিহিন স্তব্ধতায় ক্রমশ শীতল হয়ে যেতে ল াগলেন তারাপদ রায়।

সৃষ্টিসন্ধান

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com